115

দৈনিক সংবাদ

তারিখ ... MAR 19 1999 ...
পৃষ্ঠা ৪ কলাম ২

বোর্ড বই রচনা ও নির্বাচনে জবাবদিহিতার অভাব

ষষ্ঠম শ্রেণীতে অধ্যয়নরত আমার মেয়ে তার "নিম্ন মাধ্যমিক গণিত" বইয়ের প্রশ্নমালা-১.৩-এর অংকে অনুশীলন করছিল "গাইড" নামীয় একটি নোট/সমাধান বইয়ের সাহায্য নিয়ে। এ সময় আমাকে উক্ত প্রশ্নমালার ৯নং অংকটি বুঝিয়ে দেয়ার জন্য দিল। প্রশ্নটি হচ্ছে- "কোন বিদ্যালয়ে ১৩২ জন পরীক্ষার্থীর মধ্যে কৃতকার্য ও অকৃতকার্য পরীক্ষার্থীর অনুপাত ৯:২। যদি আরও ৪ জন পরীক্ষার্থী কৃতকার্য হয়, তবে কৃতকার্য ও অকৃতকার্য পরীক্ষার্থীর অনুপাত কত হবে?" আমার নির্ণীত উত্তর ২৮:৫ হওয়াতে মেয়েটি বললো, "তোমার উত্তর বই ও নোটের সাথে মিলে না"; বইয়ের উত্তর ১৪:৩। নোটেও অন্ধভাবে এ ভুল উত্তরটি মিলিয়ে দেয়া হয়েছে। প্রশ্নানুসারে ১৩২-এর অর্থাৎ ১০৮ জন কৃতকার্য এবং বাকি ২৪ জন অকৃতকার্য। এখন আরও ৪ জন কৃতকার্য হলে মোট কৃতকার্য পরীক্ষার্থী হবে ১০৮+৪=১১২ জন এবং সেই ক্ষেত্রে অকৃতকার্য হবে ২৪-৪=২০ জন, কারণ বিদ্যালয়ের মোট পরীক্ষার্থী ১৩২ জন নির্দিষ্ট। সুতরাং নির্ণেয় অনুপাত হবে ১১২:২০ অর্থাৎ ২৮:৫; কিন্তু বইটির লেখকগণ এবং তথাকথিত নোট লেখকগণ ১১২:২৪ অর্থাৎ ১৪:৩ নিয়ে মৌলিক ভুলটি ঘটালেন কারণ বিদ্যালয়ের পরীক্ষার্থী সংখ্যাতো ১৩৬ জন হতে পারে না। এই বইয়ের সম্পাদ্য-৯-এর বর্ণনামতেও অনেক ভুল রয়েছে বলে মেয়ে আমাকে দেখালো। বইটির আর কোথায় কোথায় কি কি ভুল আছে এবং হাজার হাজার কোমলমতি শিক্ষার্থী তথাকথিত নোট বই ও বোর্ড পাঠ্য বইয়ের আর কি কি ভুলের অভিশাপে অভিশপ্ত হচ্ছে তা কে জানে?

অষ্টম শ্রেণী পর্যন্ত নোট বই প্রকাশ সরকারিভাবে নিষিদ্ধ থাকায় "গাইড" নামের ছদ্মাবরণে নিষিদ্ধ নোট আইনসিদ্ধ আকারে বাজারে প্রচলিত। উল্লিখিত গাইডে লেখা আছে- "জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্য পুস্তক বোর্ড কর্তৃক প্রণীত গাইড বই নীতিমালা অনুসরণে লিখিত ও প্রকাশিত।" এ সমস্ত গাইড/ নোট-এর সত্যিকার লেখক ও প্রকাশককে কখনো জবাবদিহি হতে হয় না তাদের ভুল/অন্যায়/জাতীয় ক্ষতিকর/বে-আইনি কাজ-কারবারের জন্য। এ সমস্ত ভুল ও বেআইনী গাইড/নোট শতকরা ৯৯ ভাগ শিক্ষার্থী অনুসরণ করতে বাধ্য হয়, কেননা, তাদের অভিভাবকগণ প্রতিটি বিষয়ে দক্ষ গৃহশিক্ষক রাখার মত আর্থিকভাবে সচ্ছল নন এবং অন্যদিকে বিদ্যালয়সমূহে আজকাল লেখাপড়া নেই বললেই চলে।

উপরন্তু স্কুল কলেজে এখন এমন শিক্ষকেরও অভাব নেই যারা নোটের বা সমাধান বইয়ের উপর অন্ধভাবে নির্ভরশীল। এই প্রেক্ষাপটে ভুল ভ্রান্তিপূর্ণ নোট/গাইডও "হটকেক"-এর মত বিক্রি হচ্ছে যার ফলে প্রাথমিক, মাধ্যমিক ও উচ্চ মাধ্যমিক স্তরের শিক্ষা পুরোপুরি ধ্বংসের দ্বারপ্রান্তে যে তিনটি স্তরে পাঠ্যপুস্তক বোর্ডের আওতাধীন পাঠ্য বই নিয়ন্ত্রিত হয়। আর উক্ত স্তরে পাঠ্যবই বিপর্যয় আজকের নয়, বহু বছরের। দেখা যায় মাধ্যমিক/উচ্চ মাধ্যমিক এমন কি প্রাথমিক স্তরের বই রচনা ও সম্পাদনায় অতি উচ্চ স্তরের শিক্ষায় (কলেজ, বিশ্ববিদ্যালয় ইত্যাদি) নিযুক্ত বা অবসরপ্রাপ্ত শিক্ষকের নাম রয়েছে। যার যে স্তরে পাঠদানে তথা শিক্ষার্থীদের স্ট্যান্ডার্ড সম্বন্ধে কোন সংস্পর্শ ও অভিজ্ঞতা নেই, সর্বক্ষণ উচ্চ শিক্ষায় নিয়োজিত ও নিবেদিত, তাকে দিয়ে এত নিম্নস্তরের বই লেখালে কি তা যথোপযোগী হয়? সংশ্লিষ্ট স্তরে অভিজ্ঞ ও দক্ষ লেখক কি দেশে নেই?

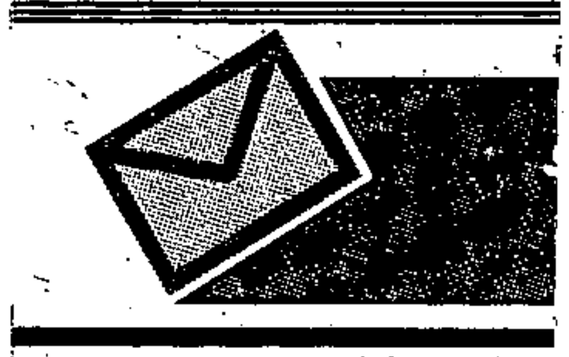

মতামতের জন্য

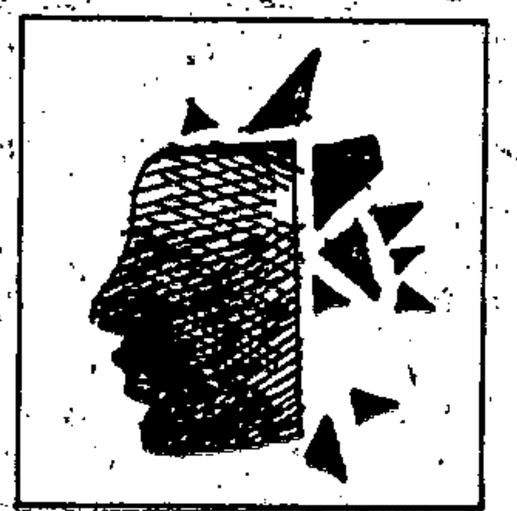

নতুন কারিকুলামে রচিত মাধ্যমিক বোর্ড বইগুলোতে বিশেষত গণিতের কোন কোন বইয়ে অত্যন্ত ফাঁকি ও প্রতারণার আশ্রয় নেয়া হয়েছে। যে কোনভাবে ২/৪টি অংক সমাধান করে উদাহরণ হিসেবে দিয়ে (অনুশীলনীর সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ ছাড়াও) অতি অল্পসংখ্যক অংক (মাত্র ৩/৪টি-৮/১০টি) দিয়ে অনুশীলনী শেষ করা

হয়েছে। দৃষ্টান্ত হিসেবে "মাধ্যমিক বীজগণিত" বইটি দেখে এর সত্যতা যাচাই করুন। এত কম সংখ্যক অংক দিয়ে অনুশীলনী দেয়া পাঠ্যবই জগতে একেবারে নজিরবিহীন ও রহস্যজনক। এক একটি অনুশীলনীতে ৪০-৫০টি থেকে ৭০/৮০টি অংক অতীতের বইগুলোতে থাকতো এবং বছরব্যাপী শিক্ষার্থীরা সেই অংকগুলোর অনুশীলনে ব্যস্ত থাকতো। সেক্ষেত্রে মাত্র ৫/৭ বা ৮/১০টি অংক দিয়ে অংক প্র্যাকটিস করার সুযোগ থেকে বঞ্চিত করে বছরব্যাপী শিক্ষার্থীদেরকে বখাটেপনা ও মস্তানি করার সুযোগ করে দেয়া হলো না কি? প্রশ্ন জাগে তা হলে কি এর চেয়ে আর উন্নতমানের কোন বই নির্বাচনের জন্য বোর্ডে জমা পড়েনি? বই নির্বাচন নিরপেক্ষ হয়েছে কি? নির্বাচন কমিটির কাজে কোন অনিয়ম হয়েছে কি? জাতীয়ভাবে প্রতিযোগিতার মাধ্যমে বোর্ড বইয়ের লেখক নির্বাচন হলেও পাণ্ডুলিপি নির্বাচনের ক্ষেত্রে প্রতিযোগিতার ছাপ প্রকাশিত বইয়ে নেই। জাতীয় শিক্ষা ক্ষেত্রে উক্ত স্তরে পাঠ্য পুস্তকের জগতে এমন বিপর্যয় আর কোন দেশে এরূপ আছে কি? এমন জাতীয় সর্বনাশ আর কি হতে পারে ক্ষমতার অপব্যবহার করে?

জনৈক শিক্ষক
কুমিল্লা